সমকাল
07 August, 2011 Page: 14

ঈদে সহজে রেমিট্যান্স উঠানোর নিশ্চয়তায় প্রবাসী কার্ড

সমকাল প্রতিবেদক

ফাতেমা আক্তার থাকেন নারায়ণগঞ্জে। তার দুই ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে। মালয়েশিয়া প্রবাসী স্বামীর অনুপস্থিতি তিনি যেমন অনুভব করেন, তেমনি করেন তার দুই সন্তান। বিশেষ করে ঈদের সময় এই অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল ও আবেগময় হয়। কিন্তু ফাতেমা প্রতি ঈদে ছেলেমেয়েকে নতুন জামা-কাপড়, জুতো ও আবদার অনুযায়ী অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে দিয়ে বাবাকে কাছে না পাবার অতৃপ্তি কিছুটা হলেও পূরণ করার চেষ্টা করেন।

ফাতেমা তার সব সময় ও কর্মক্ষমতা ব্যয় করেন সন্তানদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য। তিনি স্কুলে নিয়ে যান, ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন, ক্লাসের পর কোচিংয়ে নিয়ে যান– এভাবে কখনোই তাদের চোখের আড়ালে যেতে দেন না। তার স্বামী মাঝে মধ্যেই টাকা পাঠান। ব্যাংকের বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে এই টাকা তোলা তার জন্য কষ্টসাধ্য। একদিন এক প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারলেন এখন বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা যে কোনো সময় সরাসরি এটিএম বুথ থেকে তোলা যায়। ব্যাংকের মতো কোনো লাইনে দাঁড়াতে হয় না। এটা তার জন্য খুবই ভালো খবর। এখন তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা তুলে বাকি টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে পারবেন। আগে একবারে সব টাকা তুলে ফেলতে হতো। আর হাতে নগদ টাকা থাকলে যা হয়; আস্তে আস্তে সব টাকা খরচ হয়ে যেত। কোনো সঞ্চয় হতো না। ইচ্ছা থাকলেও টাকা জমানো তার অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। এখন তিনি কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারবেন। তিনি আরও খুশি হয়েছেন জেনে যে, এই এটিএম কার্ড দিয়ে তিনি দোকানে কেনাকাটা করতে পারবেন। এই ঈদের ভিড়ে নগদ টাকা বহন করতে না হওয়া তার জন্য বড় স্বস্তির। তার মতো মানুষের জন্য প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা নিয়ে এসেছে ব্র্যাক ব্যাংক।

ব্র্যাক ব্যাংকের প্রবাসী কার্ড ফাতেমার জন্য কোনো বিলাসিতার বস্তু নয়, এটি তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের অংশ। এটি তার জীবনকে করেছে সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নিরাপদ। ফাতেমার স্বামীর মতো লাখ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি প্রতি বছরের মতো এবারও ঈদে প্রিয়জনদের ঈদ উদযাপনের জন্য টাকা পাঠাবেন। ঈদের আগে পরিবারের সদস্যরা সহজে ও নিরাপদে তাদের এই কষ্টার্জিত অর্থ হাতে পেলে প্রবাসীরা অত্যন্ত তৃপ্তি পান। ৭০ লাখের অধিক প্রবাসী বাংলাদেশি প্রতি বছর ১১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ দেশে পাঠান। এর একটা বড় অংশ আসে ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার সময়।

ফাতেমার মতো হাজারো পরিবার এই ঈদে প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংকে লাইনে না দাঁড়িয়ে সরাসরি এটিএম থেকে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ তুলছেন। ঈদের ছুটিতে ব্যাংক বন্ধ থাকলেও শেষ মুহূর্তে পাঠানো অর্থ এটিএম থেকে যে কোনো সময় তোলা যাবে। এটি একটি বিশাল সুবিধা। ব্র্যাক ব্যাংকের ২৫০টির বেশি এটিএম বুথ ছাড়াও দেশব্যাপী সব ভিসা লোগোযুক্ত এটিএম বুথ থেকে গ্রাহক টাকা তুলতে পারবেন। তাদের ব্রাঞ্চে আসতে হবে না। এই কার্ড দিয়ে ১০ হাজারের অধিক টাকার কেনাকাটা করতে পারবেন। গ্রাহকদের জন্য নতুন উদ্ভাবনী সেবা চালু করার ক্ষেত্রে প্রবাসী কার্ড একটি নতুন সংযোজন। প্রবাসী কার্ডের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দ্রুত, নিরাপদ ও সহজে দেশে প্রিয়জনের নিকট পাঠাতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তি যার নামে বিদেশ থেকে টাকা আসে তিনি এই কার্ডের গ্রাহক হতে পারবেন।

প্রবাসী কার্ড সম্পর্কে ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, "ব্র্যাক ব্যাংক সব সময় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য নতুন নতুন সেবা নিয়ে আসে। প্রবাসী কার্ডের সাহায্যে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ গ্রাহক নিজের প্রয়োজনমতো পরিমাণে এটিএম বুথ থেকে যে কোনো সময় তুলতে পারবেন। এই বিশেষ কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক দ্রুততম সময়ে, নিরাপদ ও অতি সহজে বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ হাতে পাবেন। ঈদের আগে এই কার্ড গ্রাহকদের অনেক কাজে আসবে। এটি বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রবাহের চালিকাশক্তি হিসেবেও কাজ করবে। আগামীতে প্রবাসী বাংলাদেশি ও রেমিট্যান্স গ্রাহকদের জন্য আরও নতুন নতুন সেবা নিয়ে আসবে ব্র্যাক ব্যাংক।"